ইউনিট ৬
শিক্ষা দার্শনিক (৩)

ইউনিট ৬ শিক্ষা দার্শনিক (৩)

বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থার রূপায়ণে বিভিন্ন দেশের দার্শনিকগণও শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠনে ও শিক্ষাদানে যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের পথ নির্দেশ দান করেছেন। ফলে চীনের কনফুসিয়াসের শিক্ষাদর্শন যেমন আমাদের চিন্তাকে উদ্দীপিত করে তেমনি ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তাও আমাদের পথ নির্দেশনা দান করে। আমরা বর্তমান ইউনিটে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যেমন– হোয়াইটহেড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বারট্রান্ড রাসেল ও ফ্রোয়েবেল এর জীবন, শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠ ৬.১ হোয়াইটহেড

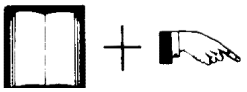

এই পাঠ শেষে আপনি —

- হোয়াইটহেডের জীবনকথা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারবেন।
- হোয়াইটহেডের শিক্ষাদর্শন বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- হোয়াইটহেডের শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জীবনকথা

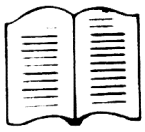

গণিতজ্ঞ হোয়াইটহেড

আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড একজন বৃটিশ শিক্ষা দার্শনিক। তাঁর জন্ম ১৮৬১ সালে। তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর গণিতের প্রতি ঝোঁক ছিল। গণিতশাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্যের কারণে তিনি অল্প বয়সেই ইংল্যান্ডের অভিজাত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। শুরু হয় তার গৌরবময় কর্মজীবন। তিনি গাণিতিক যুক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য দীর্ঘকাল গবেষণা করেন। তাঁর এই জটিল গবেষণায় সহযোগী ছিলেন বারট্রান্ড রাসেল। ১৯১০-১৯১৩ পর্যন্ত নিরলস পরিশ্রম করে তাঁরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে মিনারস্বরূপ 'Principia Mathematica' গ্রন্থ রচনা করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং ১৯২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন।

শিক্ষা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক

হোয়াইটহেড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খ্যাতনামা শিক্ষাবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের সান্নিধ্যে আসেন। সেখানে তিনি দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা অধ্যয়ন শুরু করেন এবং অচিরেই তাঁর লেখা দার্শনিকদের নজরে কাড়ে। তিনি হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ঐ সময়ে তাঁর সুবিখ্যাত 'The Aims of Education' গ্রন্থে সমকালীন শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর যুগান্তকারী শিক্ষা মতবাদ প্রকাশিত হয়। লব্ধ জ্ঞানের সুষ্ঠু ব্যবহারের কলাকৌশল আয়ত্ত করাই তাঁর শিক্ষা মতবাদের মুখ্য বিষয়। তিনি ১৯৩৭ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর নেন এবং ১৯৪৭ সালে পরলোকগমন করেন।

হোয়াইটেহেডের শিক্ষাদর্শন

গণিতের বিশিষ্ট পন্ডিত এবং প্রতিভাদীপ্ত দার্শনিক হোয়াইটহেডের শিক্ষাদর্শন শিক্ষাকে জীবনভিত্তিক করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা সংস্কারে ডিউইর মত তাঁর অবদান অম্লান। নিচে আমরা সংক্ষেপে হোয়াটহেডের শিক্ষাদর্শন আলোচনা করব ঃ

জ্ঞানের ব্যবহারে শিক্ষা কলা

- শিক্ষা লাভের জন্য জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। কিন্তু তার লক্ষ্য নিছক জ্ঞান অর্জন হওয়া উচিত নয়। তিনি তাঁর The Aims of Education গ্রন্থে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বলেছেন ঃ Education is the acquisition of the art of utilization of knowledge। এ কথার অর্থ হচ্ছে, শিক্ষার মধ্যে জ্ঞান অর্জনের উপাদান থাকলেই চলবেনা, জ্ঞানকে মানবকল্যাণে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে কৌশল আয়ত্তকরণের উপাদানও থাকতে হবে। তাঁর মতে সে শিক্ষা ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভাল যা শিক্ষার্থীদের শুধু জীবনকেন্দ্রিক ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে এবং একই সঙ্গে তাকে জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন ও কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারে ব্রতী করে।

নিষ্ক্রিয় শিক্ষা

- হোয়াইটহেড মনে করতেন যে, শিক্ষাক্রমের যে সকল বিষয়/বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই এবং যা বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না তা নিষ্ক্রিয় শিক্ষা (Inert education)। শিক্ষাক্রমে এমন বিষয় বা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হওয়া অভিপ্রেত নয়।

শিক্ষায় বিশেষজ্ঞতা

- হোয়াইটহেড কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থীকে ভাসা ভাসা ভাবে অনেক বিষয় শিক্ষা না দিয়ে স্বল্পসংখ্যক বিষয় ভালভাবে শেখানো উচিত। তিনি বলেছেন - Do not teach too many subjects, what you teach, teach thoroughly. সুশিক্ষার জন্য তিনি শিক্ষার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলার উপর বেশি জোর দিয়েছেন।

শিক্ষার ছন্দ

- হোয়াইটহেড মনে করতেন যে, জীবনের গতি একটি ধারা অনুসরণ করে চলে। শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশেরও একটি পর্যায়ক্রমিক ধারা রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে যেমন কাজের পর খেলা, পরিশ্রমের পর বিশ্রাম এবং দিনের কর্মব্যস্ততার পর রাতের নিদ্রা তেমনি শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও পঠন, পর্যালোচনা, পরীক্ষা, অবকাশ ও নতুন পাঠ আরম্ভ পর্যায়ক্রমে একটি ছন্দোময় গতিতে চলতে থাকে। শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যকে হোয়াইটেড *''শিক্ষার ছন্দ''* (Rhythm of Education) নামে আখ্যায়িত করেছেন।

বুদ্ধি বিকাশের ধারা

বুদ্ধি বিকাশের ধারাকে হোয়াইটহেড (১) রোমাঞ্চের স্তর, (২) যথার্থতার স্তর এবং (৩) সাধারণী স্তর এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। রোমাঞ্চের স্তর হলো অজানাকে জানার কৌতূহল, যথার্থতার স্তর হলো বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে অর্জিত জ্ঞানের পরিশীলন এবং সাধারণী স্তর হলো রোমাঞ্চ ও যথার্থতার স্তরে উদ্ভূত সমস্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধানের সাধারণ সূত্র নিরূপণ।

হোয়াইটহেড শিক্ষাকে এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেছেন। তিনি শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন সুনিশ্চিত করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় উন্নয়নের জন্য সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সমাজে শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবির যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, দক্ষ কারিগরও সমাজের জন্য প্রয়োজন। হোয়াইটহেডের শিক্ষাদর্শনকে একটি সামাগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা নামেও আখ্যায়িত করা যায়।

হোয়াইটহেডের শিক্ষাদান নীতি ও পদ্ধতি

হোয়াইটহেডের শিক্ষাদর্শন থেকে আমরা তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কিত নির্দেশ পেয়ে থাকি। শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্বাচনে তিনি যে নীতি অনুসরণের কথা বলেছেন তা হচ্ছে ঃ

- শেখা ও শেখানোর কাজ হবে ছন্দোময়। কাজের পরে যেমন চাই খেলা বা বিনোদন, ক্লান্তির পরে বিশ্রাম বা নিদ্রা ঠিক তেমনি শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরতে গিয়ে শিক্ষককে উদ্দীপকের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, একঘেঁয়েমি বা একটানা কোন কাজ শিক্ষার্থী বা শিক্ষক কারোরই পছন্দ হতে পারে না। উদ্দীপকের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে গিয়ে শিক্ষকের কাজ হবে ঃ
  - কথা বলা ও বলতে দেওয়া
  - শেখার সুবিধে হয় এমন প্রদীপণ ও উপকরণ ব্যবহার করা
  - আলোচনার সুযোগ তৈরি করা
  - নতুন কিছু উদ্ভাবনের সুযোগ দেওয়া
  - আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা
  - হাতে-কলমে কাজ করা ইত্যাদি
- শেখা ও শেখানোর কাজ ছন্দোময় হবে এবং তা সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা ধারা মেনে চলবে।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্বেষাবৃত্তির জাগরণ ঘটাতে হবে। এই অন্বেষাবৃত্তিই তাঁকে কাজের উদ্দীপনা যোগাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে কাজে লাগাবে। এই জ্ঞানের প্রয়োগ করে সে কোন বিষয়ে সাধারণ সূত্রে উপনীত হবে।

- হোয়াইটহেডের মতে শিশুর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সুযোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন। শিশুকে সুশৃঙ্খল, চিন্তাশীল, কৌতূহলী ও মুক্তচিন্তার অধিকারী করে তোলাই শিক্ষকের প্রধান কাজ। তাই শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার সমন্বয় ঘটিয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষকের যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত থাকা দরকার।

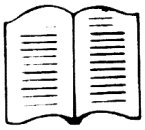

সারমর্ম

হোয়াইটহেড ছিলেন একজন গণিতজ্ঞ, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। গণিত ও শিক্ষাদর্শন উভয়ক্ষেত্রেই তিনি মৌলিক অবদান রেছেছেন। তাঁর The aims of Education গ্রন্থে শিক্ষার সুস্পষ্ট লক্ষ্য বর্ণিত হচ্ছে। শিক্ষাক্রমে পরিমিত পরিমাণ শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণের ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। তাঁর মতে, শিক্ষাদানে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার সমন্বয় ঘটাতে হবে। তিনি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. Principia Mathematica গ্রন্থ রচনায় হোয়াইটহেডের সহযোগী কে ছিলেন?
   ক. জর্জ বার্নাডশা'
   খ. জন ডিউই
   গ. হার্বার্ট
   ঘ. ব্রাট্রান্ড রাসেল

২. হোয়াইটহেড কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন?
   ক. কেমব্রিজ
   খ. অক্সফোর্ড
   গ. হার্বার্ড
   ঘ. মিনেসোটা

৩. কোন্‌টি হোয়াইটহেডের উক্তি?
   ক. Education creates a sound mind in a sound body.
   খ. Education is the acquisition of the art of utilization of knowledge.
   গ. Education is natural, harmonious and progressive development of man's innate powers.
   ঘ. Education is the development and exercise of the mental faculties.

৪. হোয়াটহেড বুদ্ধি বিকাশের ধারাকে কয়টি স্তরে ভাগ করেছেন?
   ক. ৩ টি
   খ. ৪ টি
   গ. ২ টি
   ঘ. ৫ টি

৫. হোয়াইটহেডের বুদ্ধি বিকাশের ধারার শেষ স্তর কোন্‌টি?
   ক. রোমাঞ্চ স্তর
   খ. সাধারণী স্তর
   গ. উপস্থাপন স্তর
   ঘ. যথার্থতার স্তর

৬. নিষ্ক্রিয় বিষয় কোন্‌টি?
   ক. যে বিষয় আগ্রহ সৃষ্টি করে
   খ. যে বিষয় সব কাজেই লাগে
   গ. যে বিষয় কোন কাজেই লাগেনা
   ঘ. যে বিষয় কল্পনাকে লালন করে

৭. হোয়াইটহেডের মতে উত্তম শিক্ষকের জন্য কোন্‌টি খুবই প্রয়োজনীয়?
   ক. বিষয় জ্ঞান
   খ. শিশু মনস্তত্ত্বের জ্ঞান
   গ. শিক্ষাদর্শনের জ্ঞান
   ঘ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ

৮. হোয়াইটহেডের শিক্ষাদান পদ্ধতির মূল কথা কি?
   ক. স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার সমন্বয়
   খ. হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা
   গ. তত্ত্বগত শিক্ষাদান
   ঘ. খেলার মাধ্যমে শিক্ষা

পাঠ ৬.২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

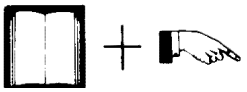

এই পাঠ শেষে আপনি —

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের বিশেষ দিকগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিবেচনাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনকথা

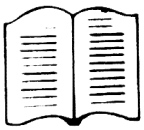

শিক্ষাজীবন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের ৮ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর পিতা এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর পিতামহ। বিদ্যালয়ের প্রথাগত ও অনাকর্ষণীয় পরিবেশ বালক রবীন্দ্রনাথকে ধরে রাখতে পারেনি। গৃহপরিবেশে শিক্ষকের কাছে তাঁর শিক্ষার সূচনা ঘটে। এখানেই তিনি ধর্ম, জোতির্বিজ্ঞান, সংস্কৃত, শরীরচর্চা, সাহিত্য এবং সংগীত ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ১৮৭৭ সালে তিনি বিলেতে আইন অধ্যয়নের জন্য যান। তৎকালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৩ মাসের জন্য ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেন।

মানবতাবাদ ও অধ্যাত্মদর্শন

তাঁর সাহিত্যকর্ম মানবতাবাদ ও অধ্যাত্মদর্শনে সমৃদ্ধ। কবি হিসেবে বিশ্বখ্যাত হয়েও তিনি ছিলেন একজন ব্রতধারী শিক্ষক। অর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি ১৯০১ সালে কলকাতার অদূরে বোলপুরে শান্তিনিকেতন নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যা ১৯২১ সালে ছাত্র-শিক্ষক এবং শুভার্থীদের সমবেত প্রচেষ্টায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বভারতী আজ মুক্ত জ্ঞান ও চিন্তা চর্চার এক আন্তর্জাতিক পাদপীঠ। তিনি শিশুশিক্ষাকে শিশুর উপযোগী, সহজে গ্রহণীয় এবং জীবনমুখী করার জন্য শান্তিনিকেতনের অদূরে শ্রীনিকেতন নামে একটি বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর আদর্শবাদী এবং ভাববাদী চিন্তার জন্য অচিরেই তিনি বিশ্বের পন্ডিতদের কাছে পরিচিত হন। তিনি ১৯২১ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বহুমুখী সম্প্রসারণের কাছে নিয়োজিত ছিলেন।

শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে তাঁর জীবনদর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। ছেলেবেলায় তাঁর স্বল্পকালের বিদ্যালয়-অভিজ্ঞতা পরিণত বয়সে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁকে গভীরভাবে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

শিক্ষা ও জীবন

তাঁর শিক্ষাদর্শন শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণের কথা বলে। তাঁর মতে, বিদ্যালয় এমন একটি পৃথক ব্যবস্থা নয় যেখানে শিশু যান্ত্রিকভাবে পাঠ অনুশীলন করবে। শিশু শিক্ষার পরিবেশ হবে শিশু মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সে পরিবেশে তার আগ্রহের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটবে। অনুকূল পরিবেশে প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মাধ্যমে তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে। সেখানে শিশুমনের উপযোগী কৌতূহলপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক উদ্দীপকের সমাবেশ থাকবে। শিক্ষকের সাহচর্যে শিশু শিখনসামগ্রী দেখে-শুনে, নেড়ে-চেড়ে, হাতে-কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে। শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু তার পরিবেশ থেকে চয়ন করতে হবে। শিশুর শিশুর শিক্ষাকে ফলবতী করতে হলে তাকে সংস্কৃতি ও শরীরচর্চামূলক কাজও করতে দিতে হবে। কারণ তা শারীরিক ও মানসিক বিকাশে শিক্ষার প্রতি স্থায়ী আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দীপক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতন' এবং 'শ্রীনিকেতন' ছিল এমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে শিক্ষার্থী আপন আপন কাজে ব্যাপৃত থেকে মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক গুণাবলী অর্জন করত। তাঁর শিশুশিক্ষায় প্রকৃতিপাঠ, মানবতাবাদ, প্রয়োগবাদ, অধ্যাত্মবাদ, আদর্শবাদের এক চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, শিশুশিক্ষার লক্ষ্য শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের পথ প্রশস্ত করে তাকে সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা।

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ

উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষাদর্শন উচ্চ মননশীলতার পরিচায়ক। তিনি উচ্চশিক্ষার মধ্য দিয়ে যুব মানসকে শুধু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে চাননি। তিনি চেয়েছেন প্রত্যেক্যের মধ্যে সেই গুণ জাগরিত করতে যা পৃথিবীর সকল মানুষকে আপন করে নেবে।

বিশ্বমানবতার সমস্যায় বিচলিত হয়ে তার সমাধানে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। তাঁর মতে, বিশ্বভারতী এমন একটি কেন্দ্র যা শিক্ষার্থী ও গবেষককে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন ছাড়াও মনকে করবে সর্বপ্রকারের সংকীর্ণতামুক্ত। এটাকে তিনি বিশ্বমানবতামুখী একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

বিশ্বভারতী

তিনি তাঁর বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে অপ্রতুল আর্থিক সঙ্গতির মধ্যেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুষদ স্থাপন করেন। সেখানে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁরা শুধু ভারতীয় ছিলেন না, তাঁর আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে পন্ডিতগণ সেখানে শিক্ষাদান করতে আসেন। তিনি প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ডিগ্রি প্রদানের কারখানা বলে মনে করতেন। তাঁর শান্তি নিকেতন ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

জ্ঞানচর্চার এই মুক্ত বিদ্যাপীঠে আশ্রমের আদর্শে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো, সহযোগীর মতো। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর এই সহজ সম্পর্ক জ্ঞান অর্জনেই শুধু সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে না, শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত সমাজ উন্নয়নমূলক কাজেও প্রভূত অবদান রাখে। বিশ্বভারতীর শিক্ষা-শিক্ষার্থীকে শুধু নিজ আগ্রহ ও বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রেই শিক্ষাদান করেনা, সংস্কৃতিমূলক শিক্ষাও এর কার্যক্রমের অন্তর্গত। তাই শিক্ষাকার্যের মধ্যে আছে আনন্দ, আছে মানবীয় উপাদান যা শিক্ষার্থীকে মানবীয় গুণে ভূষিত করে। শিক্ষার সঙ্গে চিত্তের ঐক্য স্থাপনের শিক্ষায় ছিল উদ্দিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শন বিদ্যালয় শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশু-কিশোর-যুবাদের শিক্ষা চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের শরীর ও মনের অফুরন্ত শক্তির মুক্তির সহায়ক। সবক্ষেত্রেই মুক্তচিন্তা এবং স্বাভাবিক বিকাশের পথকে খুলে দেওয়াই ছিল তার শিক্ষাদান পদ্ধতির তাৎপর্য। তাত্ত্বিক শিক্ষালাভ এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির কৌশলগত দিক। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় পার্শ্বস্থ গ্রামে গিয়ে সুনির্ধারিত কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও কুটির শিল্পের কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হত। ফলে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ডিউই'র প্রয়োগবাদ ও কিলপ্যাট্রিকের প্রজেক্ট পদ্ধতিকে ছাড়িয়ে আরো অনেক বেশি জীবনমুখী হয়ে ওঠে। অধিকন্তু তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা সাহায্যকারী, নির্দেশক নয়। এ কারণে শিখনের সকল পর্যায়ে শিক্ষার্থীর স্বকীয় প্রচেষ্টাই প্রাধান্য পেত। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁর বিদ্যালয় ছিল আশ্রমিক প্রকৃতির। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের সরল জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং স্বয়ংক্রিয় ধারার মধ্যে শিশু-কিশোরদের রবীন্দ্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ হত।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে জ্ঞানের আদান প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সংরক্ষণ এবং জ্ঞানচর্চায় অভিনিবেশ ও গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার এমন এক একটি পাদপীঠ যা অবিরত জ্ঞান বিকীরণ ও শোষণ করে বিশ্ব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

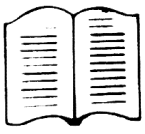

সারমর্ম

শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ব মানবতাবোধের উন্মেষ সাধন ও তার বিকাশ সাধন ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূলকথা। তাঁর শিক্ষাদর্শন শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক উভয়বিধ কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। শিশু-কিশোরদের শিক্ষায় তিনি হাতে-কলমে কাজ এবং সমাজের বিবিধ পেশাগত কাজে অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন। তিনি সকল স্তরের শিক্ষায় শিক্ষার্থী-শিক্ষক নিবিড় সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, আলোচনা ও গবেষণাকে তিনি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. রবীন্দ্রনাথের মতে প্রচলিত বিদ্যালয়ের স্বরূপ কি ছিল?
   ক. শিশু মনস্তত্ত্বভিত্তিক
   খ. জ্ঞান অর্জনের পাদপীঠ
   গ. সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ
   ঘ. ডিগ্রী লাভের কারখানা বিশেষ

২. রবীন্দ্রনাথ কেন শিশুদের জন্য বিদ্যালয় পরিকল্পনা করেছিলেন?
   ক. মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান
   খ. ব্রহ্মচর্য শিক্ষাদান
   গ. আশ্রম জীবনে অভ্যস্থ করা
   ঘ. জীবনোপযোগী শিক্ষাদান

৩. শিশু-কিশোরদের শিক্ষায় তিনি কোন্ পদ্ধতির উপর বিশেষ জোর দেন?
   ক. কাজের মাধ্যমে শিক্ষালাভ
   খ. সমাজের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষালাভ
   গ. প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ
   ঘ. আশ্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষালাভ

৪. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান পদ্ধতি কোন্ বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়?
   ক. শিক্ষার্থীর সকল শারীরিক ক্ষমতার বিকাশ
   খ. শিক্ষার্থীর সকল প্রকার মানসিক ক্ষমতার বিকাশ
   গ. শিক্ষার্থীর সাংস্কৃতিক চেতনার উদ্বোধন
   ঘ. শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ সাধন

৫. রবীন্দ্রনাথ কেন শিক্ষার্থী-শিক্ষক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন?
   ক. শিক্ষার মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি
   খ. শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধের জাগরণ
   গ. শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মমত্ববোধ সৃষ্টি
   ঘ. শিক্ষার্থীর সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধন

পাঠ ৬.৩ বারট্রান্ড রাসেল

এই পাঠ শেষে আপনি —

- বারট্রান্ড রাসেলের জীবনের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- বারট্রান্ড রাসেলের শিক্ষাদর্শন বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বারট্রান্ড রাসেলের শিক্ষাদান পদ্ধতি লিখতে পারবেন।

জীবনকথা

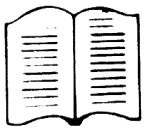

রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয়তা

নোবেল বিজয়ী বারট্রান্ড রাসেল ছিলেন একজন দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্ম ১৮৭২ সালে ওয়েলস্ এর ট্রেলেক শহরে এক অভিজাত পরিবারে। তাঁর বয়স যখন তিন বছর তখন তাঁর মা ও বাবা পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর মাতামহী লেডি রাসেলের কাছে মানুষ হন। তাঁর মাতামহ লর্ড জন রাসেল দু'দুবার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাসেল বাল্যকালে তাঁর বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করেন। তিনি বাল্যেই তাঁর ধী শক্তির পরিচয় দেন। তিনি একাকী থাকতে এবং পড়তে খুবই ভালবাসতেন। তিনি ১১ বৎসর বয়সেই জ্যামিতি পড়া শুরু করেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে প্রথমে গণিত এবং পরবর্তীকালে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৫ সালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি ট্রিনিটি কলেজে ফেলো হিসেবে যোগদান করেন। এরপর থেকে তাঁর গবেষণা ও লেখনী থেমে থাকেনি। রাসেল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর বিত্তের অধিকারী ছিলেন কিন্তু রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকায় তাও আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন সময়ে কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং লেখার আয় দিয়ে তাঁর সংসার চলত। তিনি ১৯৩১ সালে পারিবারিকভাবে আর্ল উপাধি ; ১৯৪৯ সালে অর্ডার অব মেরিট এবং ১৯৫০ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান।

গণিতজ্ঞ বারট্রান্ড রাসেল

গণিত বিশারদ হিসেবে তিনি গণিতকে যুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত মনে করতেন এবং যুক্তিবিদ্যার সূত্রসমূহকে প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রচিত The Principles of Mathematica (১৯০৩) সেটতত্ত্বের বিকাশে অবদান রেখেছে। অন্যদিকে হোহায়টহেডের সহযোগী রূপে Principia Mathematica (১৯১০-১৯১৩) রচনা করে তিনি দর্শন জগতে প্রবেশ করেছেন। Principia Mathematica ছিল এমনই রচনা যা দর্শনকে গণিতের সঙ্গে গ্রথিত করে। এই রচনা দর্শন তথা গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার বিকাশের পথিকৃৎ হয়ে দাঁড়ায়। তবে রাসেল কখনোই কোন সুনির্দিষ্ট দার্শনিক স্কুল বা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এককালে তিনি চরম ভাববাদ (Absolute Idealism)-এ বিশ্বাস করলেও তা অচিরেই ত্যাগ করেন এবং যৌক্তিক পরমাণুবাদ (Logical Atomism) ও বাস্তববাদকে (Realism) জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেন। স্বব্যাখ্যাত সত্যের ক্ষেত্রে সার্বিকত্বের ধারণাকেও সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি এক সময়ে বিশ্লেষণকে দর্শন আলোচনার পদ্ধতি হিসেবে মানলেও পরবর্তীকালে তিনি তা সমর্থন করেন নি। তিনি যৌক্তিক কাঠামোভিত্তিক দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁর Our Knowledge of the External World (১৯১৪) গ্রন্থটি আলোচনা পদ্ধতিতে রচনা করেন। তাঁর Human Knowledge (১৯৪৮) দর্শনশাস্ত্রের একটি মৌলিক গ্রন্থ। তিনি রাজনীতি, নীতিবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান বিষয়েও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থাবলি অনেক সময় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে ক্ষিপ্ত করেছে এবং এর জন্য তাঁকে জেলসহ নানা হয়রানির শিকার হতে হয়। তিনি মানবতাবাদী দার্শনিক ছিলেন।

বারট্রান্ড রাসেল শিক্ষা বিষয়েও ব্যাপক চিন্তাভাবনা করেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানকে কেন্দ্র করে চিন্তা-ভাবনার চর্চিত ফসল। তিনি তাঁর স্ত্রী ডোরা ব্ল্যাককে সঙ্গে নিয়ে ১৯২৭-১৯৩৪ পর্যন্ত Beacon Hill School পরিচালনা করেন। এ বিদ্যালয়ে শিশুদের নির্ভয়ে কথা বলা ও কাজ করায় অনুপ্রাণিত করা হত। On Education (১৯২৬) এবং Education and The Social Order (১৯৩৪) এ দু'টি গ্রন্থে তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শন তুলে ধরেছেন।

রাসেলের শিক্ষাদর্শন

রাসেল ছিলেন একজন গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক। যুক্তি ও বিশ্লেষণ তাঁর দর্শন চিন্তার ভিত রচনা করেছে। বদ্ধমূল কোন ধারণা থেকে তিনি তাঁর কাজ শুরু করেননি। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী দার্শনিক। তাঁর শিক্ষাদর্শন গভীর চিন্তন ও প্রজ্ঞারই ফসল।

মানবিক বিষয় ও ব্যবহারিক শিক্ষা

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে তিনি ব্যক্তির বাঞ্ছিত গুণাবলি ও দক্ষতার ওপর জোর দিয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে একটি আকাঙ্ক্ষিত সমাজ সংগঠন গড়ে উঠবে-এ বিশ্বাস ছিল তাঁর। তিনি আদর্শ চরিত্র গঠন এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য শিশুর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি চরিত্র গঠনের শিক্ষায় প্রধান প্রধান বিষয় হিসেবে প্রাণশক্তি, সাহস, সংবেদনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তার উদ্বোধন ও উৎকর্ষসাধনকে বুঝিয়েছেন। চরিত্র গঠনের শিক্ষায় তিনি শিশুদের মাধ্য অভ্যাস গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে শিশুকে কোন কিছুই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। শিশুর সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে তাকে চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষাদান করতে হবে। এই শিক্ষায় গৃহ ও বিদ্যালয় উভয়ই শিশুকে অভ্যাস গঠনে সাহায্য করবে ; তবে শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। দ্বিতীয়ত তিনি শিক্ষার বিষয়সমূহকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন ঃ মানবিক বিষয় (ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি) এবং ব্যবহারিক শিক্ষা (ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি)। সমাজের অগ্রগতিতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর দিয়েই তিনি এ বিভাজন করেছেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষককে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করতে হবে। তাঁর শিক্ষা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ কারণেই নারী ও পুরুষের শিক্ষায় কোন তফাৎ থাকবে না। শিশুকাল থেকেই শিশুকে পরিকল্পিত উপায়ে যৌন শিক্ষা দিতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে। শিক্ষাদানের সর্বক্ষেত্রে শিশুদের প্রতি শিক্ষকের অকৃত্রিম ভালবাসা থাকতে হবে।

শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি

রাসেল শিশুশিক্ষাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে তাঁর শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। নিচে তার বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরা হল ঃ

শিক্ষার অভ্যাস গঠনের গুরুত্ব

- শিশুর প্রথম বছরের শিক্ষা তার মা-বাবার কাছেই হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে আসবে স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পরে চরিত্র বা অভ্যাস গঠন। এ সময় শিশুকে সময়মতো খাওয়া, ঘুমানো, মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস করাতে হবে। শরীর ভাল থাকলেও শিশু যদি অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কান্নকাটি করে, তাহলে পিতা-মাতা শিশুর প্রতি মনোযোগ দেবেন না। অর্থাৎ শিশুর লালন পালনে অতিরিক্ত আদর এবং অবহেলা প্রদর্শন এ দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। জন্মের পর থেকেই শিশুর শারীরিক ক্ষমতার বিকাশ ও অভ্যাস গঠনে সাহায্য করার জন্য তার প্রতিবর্তী ক্রিয়া ও সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে বারবার কাজে লাগিয়ে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা অর্জন করতে দিতে হবে।

স্তরভেদে শিক্ষা

- দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্য নার্সারি স্কুল থাকবে। কর্মজীবী মা-বাবারা শিশুদের নার্সারিতে পাঠাবে। অধিকন্তু তারা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন। এতে শিশুর সামাজিক বিকাশের পথও সুগম হবে। এ স্তরে শিক্ষদানে মন্তেসরি অনুসৃত পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের চরিত্র গঠনমূলক এবং বস্তু পরিচিতিমূলক শিক্ষা দিতে হবে। লিখন, পঠন এবং গণনাও এখানে শেখানো হবে।

- ছয় থেকে পনের বছর বয়সের শিক্ষা — এটিও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভেতরে পড়বে। রাসেল এ স্তরটিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ ৬ থেকে ১৪ বছর এবং ১৫ বছর বয়সের শিক্ষা।

নার্সারি শিক্ষা ঠিকমত হলে শিশু পরবর্তী শিক্ষার জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। এ স্তরে মানবিক এবং ব্যবহারিক বিষয়গুলো থাকবে। এসব শিক্ষাদানে হাতে-কলমে কাজেরও ব্যবস্থা থাকবে। এ স্তরে শিশুরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে শিখবে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ প্রদানের ক্ষমতা, ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম করার ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীর কৌতূহল নিবৃত্তি এবং কর্মদক্ষতার বৃদ্ধির প্রতি শিক্ষক খেয়াল রাখবেন। শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহের ওপর জোর

দিতে হবে সে নিজের গরজে আনন্দের সঙ্গে শিখবে। প্রয়োজনমতো শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজে খেই ধরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন।

১৫ বছর বয়সের শিক্ষা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগিতা অর্জনের শিক্ষা। এখানে বিদ্যালয়ের বিষয়গুলো তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে ঃ

- ক্লাসিক্স
- গণিত ও বিজ্ঞান এবং
- আধুনিক মানবিক বিদ্যা

শিক্ষার্থী এই স্তরে কোন একটি বিভাগে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করবে। অতিরিক্ত পাঠ ও কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হবে।

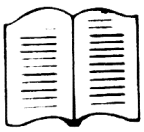

সারমর্ম

বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল ছিলেন মানবতাবাদী দার্শনিক। তাঁর শিক্ষাদর্শন On Education এবং Education and the Social order-এ দুটি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত তাঁর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁর বিভিন্নমুখী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফসল। তাঁর মতে শিশুর শিক্ষা জন্মের পর থেকেই শুরু হতে হবে। শিশু শিক্ষায় প্রথমে চরিত্র গঠন এবং জ্ঞান অর্জনের ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষা শিশুর অনুভূত চাহিদার এবং সমাজের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। রাসেলের শিক্ষা পরিকল্পনায় ১৬ বছর বয়সে শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগিতা অর্জন করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. বারট্রান্ড রাসেল গণিতকে কোন্ বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভেবেছেন?
   ক. ন্যায়শাস্ত্র
   খ. জ্যোতির্বিদ্যা
   গ. দর্শন
   ঘ. যুক্তিবিদ্যা

২. Principia Mathematica রচনায় রাসেল কার সহযোগী ছিলেন?
   ক. আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড
   খ. জন ডিউই
   গ. ফ্রেডরিক হার্বার্ট
   ঘ. মারিয়া মন্তেসরি

৩. শিশুশিক্ষায় রাসেল কোন্ বিষয়ের ওপর বেশি জোর দেন?
   ক. গণিত শিক্ষা
   খ. যৌন শিক্ষা
   গ. চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা
   ঘ. যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা

৪. রাসেল পরিকল্পিত নার্সারি স্তর কোন্‌টি?
   ক. ৩ - ৬ বছর
   খ. ৪ - ৬ বছর
   গ. ৩ - ৫ বছর
   ঘ. ২ - ৫ বছর

৫. কোন্ গ্রন্থে রাসেলের শিক্ষাদর্শন বিধৃত?
   ক. On Education
   খ. Emile
   গ. The Aims of Education
   ঘ. Democracy and Education

৬. রাসেলের শিক্ষা স্তর অনুসারে শিক্ষার্থী কত বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগী শিক্ষা লাভ করে?
   ক. ১৫
   খ. ১৬
   গ. ১৭
   ঘ. ১৮

পাঠ ৬.৪ ফ্রোয়েবেল

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সংক্ষেপে ফ্রোয়েবেল-এর জীবনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফ্রোয়েবেল-এর শিক্ষাদর্শনের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ফ্রোয়েবেল উদ্ভাবিত শিক্ষাদান পদ্ধতি, বিশেষ করে কিন্ডারগার্টেনের বর্ণনা দিতে পারবেন।

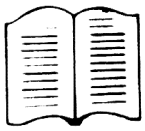

ফ্রোয়েবেল ঃ জীবনকথা

ফ্রেডারিক উইলহেল্ম অগাস্ট ফ্রোয়েবেল জার্মানীর থুরিঙ্গিয়ার অন্তর্গত ওবেরভাইস ব্যাংক নামক গ্রামে ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালে মায়ের মৃত্যু হওয়ায় তিনি সৎমায়ের অনাদর ও পিতার অবহেলায় বড় হতে থাকেন। শিশুকালেই ফ্রোয়েবল অস্থির মেজাজী, ভাবুক এবং আত্মমুখী হয়ে ওঠেন। একাকীত্বের কারণে তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসতে শুরু করেন এবং পাহাড়, গাছ-পালা ও ফুল তাঁর সাথী হয়ে ওঠে। তাঁর অবহেলিত শৈশব তাঁকে শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। ১০ বৎসর বয়সে মামার তত্ত্বাবধানে তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। প্রকৃতির শিশু ফ্রোয়েবেল বেশিদিন বিদ্যালয়ে টিকে থাকতে পারেন নি।

ভাববাদী দর্শনের প্রভাব

১৫ বৎসর বয়সে ফ্রোয়েবেল বন বিভাগে চাকরী নেন। এখানে মাত্র দু বছর কাজ করলেও তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষা লাভ করেন। ধর্মযাজক মামার প্রভাব এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে তিনি মরমীয়াবাদ ও ভাববাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে সাম্য ও ঐক্য খুঁজে পান। অতঃপর তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে গণিত ও প্রকৃতি বিজ্ঞান পঠের সাথে সাথে ভাববাদী দর্শন দ্বারাও প্রভাবিত হন। কিন্তু আর্থিক কারণে দু'বছরের মাথায় তাঁর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বেকার ও ভবঘুরের মতো বিভিন্ন প্রকারের চাকুরী গ্রহণ ও ত্যাগ করতে থাকেন।

এরপর ফ্রাঙ্কফার্ট-এ স্থাপত্যবিদ্যা অধ্যয়নকালে তিনি একটি মডেল স্কুল পরিচালক ড. গ্রুনারের নজরে পড়েন। ড. গ্রুনার উপলব্ধি করেন যে, ফ্রোয়েবেল-এর মধ্যে শিক্ষকসুলভ চমৎকার গুণাবলি রয়েছে। তাঁর অনুরোধে ফ্রোয়েবেল ১৮৩০ সালে শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। তিনি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন ঃ I found something I had always longed for, but always missed, as if my life had at last discovered its native element, I felt as happy as a fish in the water or a bird in the air.

পেস্তালৎসি ও ফ্রোয়েবেল

এরপর তাঁর জীবন ক্রমাগত সামনে এগুতে থাকে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পেস্তালৎসির শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি এভারডুনে গিয়ে পেস্তালৎসির কাছে দুই বছর শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফ্রোয়েবেল পেস্তালৎসির শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ না করলেও পেস্তালৎসির সাহচর্য তাঁর শিক্ষক জীবনের ছিল এক বিরাট আশীর্বাদস্বরূপ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে তিনি ১৮১১ সাল থেকে প্রায় দুই বছর গটেনজেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সেনাবাহিনীতে কাজের সময় তিনি শৃঙ্খলা ও একতার মূল্য অনুধাবন করেন। অতঃপর তিনি ১৮১৬ সালে গ্রীয়েশেইম শহরে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যা পরে কেইহান শহরে স্থানান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ১৮২৬ সালে The Education of Man গ্রন্থটি রচনা করেন।

কিন্ডার গার্টেন

আর্থিক কারণে ফ্রোয়েবেল ১৯৩০ সালে সুইজারল্যান্ডে যান এবং সেখানে একটি শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার নেন। সুইস সরকার তাঁর শিক্ষা বিষয়ক কাজ পছন্দ করেন এবং তাঁকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরে তিনি বার্গডোর্ফে অনাথাশ্রমের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব লাভ করেন। এখানে তিনি শিশুশিক্ষা বিষয়ে গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। ১৮৩৬ সালে তিনি জার্মানিতে ফিরে আসেন এবং ১৮৪০ সালে তাঁর গবেষণার ফল স্বরূপ এক নতুন ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি শিশুশিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেন কিন্ডারগার্টেন। এখানে সুদীর্ঘকাল কাজ করে

শিশুদের বিকাশের স্তর অনুযায়ী আত্মবিকাশের উপযোগী খেলা ও কাজ আবিষ্কার করেন। ১৮৫২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফ্রোয়েবেল-এর শিক্ষাদর্শন

ফ্রোয়েবেল ছিলেন প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির বিষয়াবলীর মধ্যে সুসঙ্গতি তথা ঐক্যের সন্ধান করতে গিয়ে পরম ঐক্যের প্রতীক সর্বব্যাপী সত্তা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তিনি গভীর উপলব্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন কান্ট, হেগেল, ফিচে এবং শেলিংয়ের মতো দার্শনিক এবং পেস্তালৎসি প্রমুখ শিক্ষাবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাদর্শনের মূল কথা আত্মোপলব্ধি।

আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশ

আত্মোপলব্ধি আত্মবিকাশেরই নামান্তর। প্রকৃতির যাবতীয় বিষয় ও ঘটনাকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারণের মাধ্যমে জানা যায় যা বিষয় বা ঘটনাকে একটি সার্বিক ঐক্যে স্থাপিত করে। ফ্রোয়েবেলের মতে আত্মোপলব্ধির জন্য আত্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। আত্মোপলব্ধি একটি প্রক্রিয়ার মাধমে হয়। প্রত্যেকটি শিশু এক একটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মৌল আকর। শিশু তার নিজের ভেতরের তাগিদে বহির্মুখী বিকাশের মাধ্যমে তার পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছায়। এই বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিশুকাল থেকেই শিশুকে তার ঝোঁক, নেশা ও আগ্রহ অনুসারে শিক্ষাদান করা। এতে তার ভেতরে তাগিদ সৃষ্টি হয় এবং সে নিজেকে ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার করতে থাকে। ভেতরের অবিকশিত সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বিকশিত বা উন্মেষিত হয়। এটাই হলো আত্মোপলব্ধির উন্মেষ প্রক্রিয়া (Process of Unfoldment)। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এবং তার শিক্ষা সবই এই উন্মেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

শিশুর আত্মোপলব্ধির জন্য বাইরের চেষ্টার প্রয়োজন নেই। তার অভ্যন্তরীণ বা সহজাত প্রকৃতি পূর্ব থেকেই তৈরি হয়ে থাকে। কেননা তার ধর্মই হলো প্রচেষ্টামূলক স্বয়ংপ্রক্রিয়া। তাকে সক্রিয় করার জন্য কোন বাহ্যিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন প্রচেষ্টার স্বয়ংক্রিয় উৎসারণ। ফ্রোয়েবেল খেলাকে আত্মসক্রিয়তার স্বাভাবিক প্রকাশ বলে মনে করেন। তিনি বলেন যে, আত্মোপলব্ধি লাভের জন্য যে অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা শিশুর মধ্যে দেখা দেয় খেলা হলো তার একটি বাহ্যিক অভিব্যক্তি। শিশুর বিকাশের পক্ষে খেলা অপরিহার্য। এজন্য খেলার শিক্ষামূলক গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুশিক্ষার কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতি তাঁর শিক্ষাদর্শনের প্রতীক।

ফ্রোয়েবেল-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাদান পদ্ধতির বাস্তব রূপটি হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন। ফ্রোয়েবেলের মতে শিশুর ৪ থেকে ৬ বৎসর বয়ঃক্রম শিক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্ডারগার্টেন এই বয়সের শিশুদেরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্ডারগার্টেন একটি জার্মান শব্দ, অর্থ ঃ শিশুদের বাগান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুকে চারাগাছ, শিক্ষককে মালী এবং প্রতিষ্ঠানটিকে বাগানের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

শিশুর শিক্ষায় ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো আত্মসক্রিয়তা। এ আত্ম-সক্রিয়তার স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে খেলা ও স্বতঃপ্রণোদিত কাজের মধ্যে দিয়ে। তাঁর কিন্ডারগার্টেনে চলাফেরা, খেলা, গান, ছবি আঁকা, গল্প বলা ইত্যাদি নানা রকমের কাজ শিশুর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অন্তর্গত ছিল। তিনি শিক্ষাদানে তিন প্রকারের উপকরণ ব্যবহার করেন ঃ

- মাদার-প্লে
- নার্সারি গান
- উপহার

কিন্ডার গার্টেন ঃ দর্শন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি

তাঁর মতে, খেলা মনোযোগকে আনন্দের সাথে এবং উদ্দেশ্যকে স্বাধীনতার সাথে সংযোজিত করে। খেলার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক, আবেগগত ও বুদ্ধিগত গুণসমূহের ছন্দায়িত অনুশীলনের ফলে এক চরম ঐক্যের সৃষ্টি হয়। তাই খেলা শিশুর আত্মবিকাশে সাহায্য করে। গান, ছড়া ও গল্প শিশুদের ভাব ও ভাষার বিকাশে সাহায্য করে। এর মধ্য দিয়ে শিশুর ভাব ও ভাষার ঐক্যরূপ প্রকাশিত হয়। শিশুর ক্রমোন্নতির ধাপ অনুসারে উপহার এবং উপহার সামগ্রীর মাধ্যমে হাতের কাজ করা হয়। এ

উপহার সামগ্রীগুলো হচ্ছে গোলক, কিউব ও সিলিন্ডার। এগুলো থেকে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বর্গক্ষেত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়। এর মাধ্যমে বস্তুর ঐক্যরূপ তথা সৃষ্টিকর্তার ঐক্যরূপকে অনুধাবন করা যায়। তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশে খুবই সহায়ক ছিল। অধিকন্তু শিশুর নৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য তিনি প্রকৃতিবীক্ষণকে (Nature Study) শিক্ষার অঙ্গীভূত করেছিলেন। তাঁর মতে, শিশু একা হলেও সে যে অন্য সকলের মতো একটি সমাজসত্তার অংশবিশেষ এটুকু জানা প্রত্যেক শিশুর জন্য খুবই প্রয়োজন। তাই যৌথ কাজ, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ইত্যাদি ফ্রোয়েবেলের কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষাদান পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি করে গড়ে তোলার এটি ছিল এক অনন্য প্রচেষ্টা।

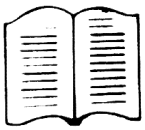

সারমর্ম

শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেলের জীবনকাল ১৭৮২ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ফ্রোয়েবেল প্রকৃতিকে ভালবেসে তার মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেন। তিনি পরম ঐক্যের প্রতীকরূপে সৃষ্টিকর্তাকে উপলব্ধি করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয় ও ঘটনার ঐক্যরূপ অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনে তিনি আত্মোপলব্ধির ওপর গুরুত্ব দেন। কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনে শিশুর স্বয়ংক্রিয় বিকাশে বংশগতি অধিক প্রাধান্য পেলেও তার শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশুর বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. শৈশব থেকেই ফ্রোয়েবেল প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ করেন কেন?
   ক. প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি বিমুগ্ধ ছিলেন
   খ. জ্ঞান আহরণে তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল
   গ. একাকীত্ব তাঁকে অনুপ্রাণিত করে
   ঘ. শিক্ষকগণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন

২. ফ্রোয়েবেল রচিত গ্রন্থ কোন্‌টি?
   ক. The Republic
   খ. The Education of Man
   গ. On Education
   ঘ. Psychology as a Science

৩. ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাদর্শনের মূলতত্ত্ব কি?
   ক. আধ্যাত্মিক ঐক্য উপলব্ধি
   খ. শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি
   গ. সদৃশ বিষয়ের সম্মিলন
   ঘ. শিল্পকলার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি

৪. ফ্রোয়েবেলের শিক্ষদর্শনে কার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে?
   ক. সক্রেটিস
   খ. রাসেল
   গ. হার্বার্ট
   ঘ. পেস্তালৎসি

৫. উন্মেষ প্রক্রিয়ায় শিশুর কোন্ প্রকার বিকাশের কথা বলা হয়েছে?
   ক. অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ
   খ. নতুন সত্তার বিকাশ
   গ. আধ্যাত্মিকতার বিকাশ
   ঘ. ভাবাদর্শের বিকাশ

৬. কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
   ক. প্রকৃতিবীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা
   খ. আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা
   গ. সমবেত প্রচেষ্টার মাধমে শিক্ষা
   ঘ. উপহার দানের মাধ্যমে শিক্ষা

৭. ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাদর্শন কোন্‌টির ওপর বেশি জোর দেয়?
   ক. বংশগতি
   খ. পরিবেশ
   গ. আগ্রহ
   ঘ. মনোযোগ

৮. কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষককে কিসের সাথে তুলনা করা হয়?
   ক. পুষ্পিত বৃক্ষ
   খ. পল্লবিত বৃক্ষ
   গ. সৃজনশীল স্থপতি
   ঘ. বাগানের মালি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন — ইউনিট ৬

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। হোয়াইটহেডের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
২। রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করুন।
৩। বারট্রান্ড রাসেলের শিক্ষাদর্শন আলোচনা করুন।
৪। ফ্রোয়েবেল এর শিক্ষাদর্শনের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করুন।
৫। কিন্ডার গার্টেন কি? কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা — ইউনিট ৬

পাঠ ৬.১

১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ঘ ৮. ক

পাঠ ৬.২

১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ ৫. ক

পাঠ ৬.৩

১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ

পাঠ ৬.৪

১. গ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ ৭. ক ৮. ঘ